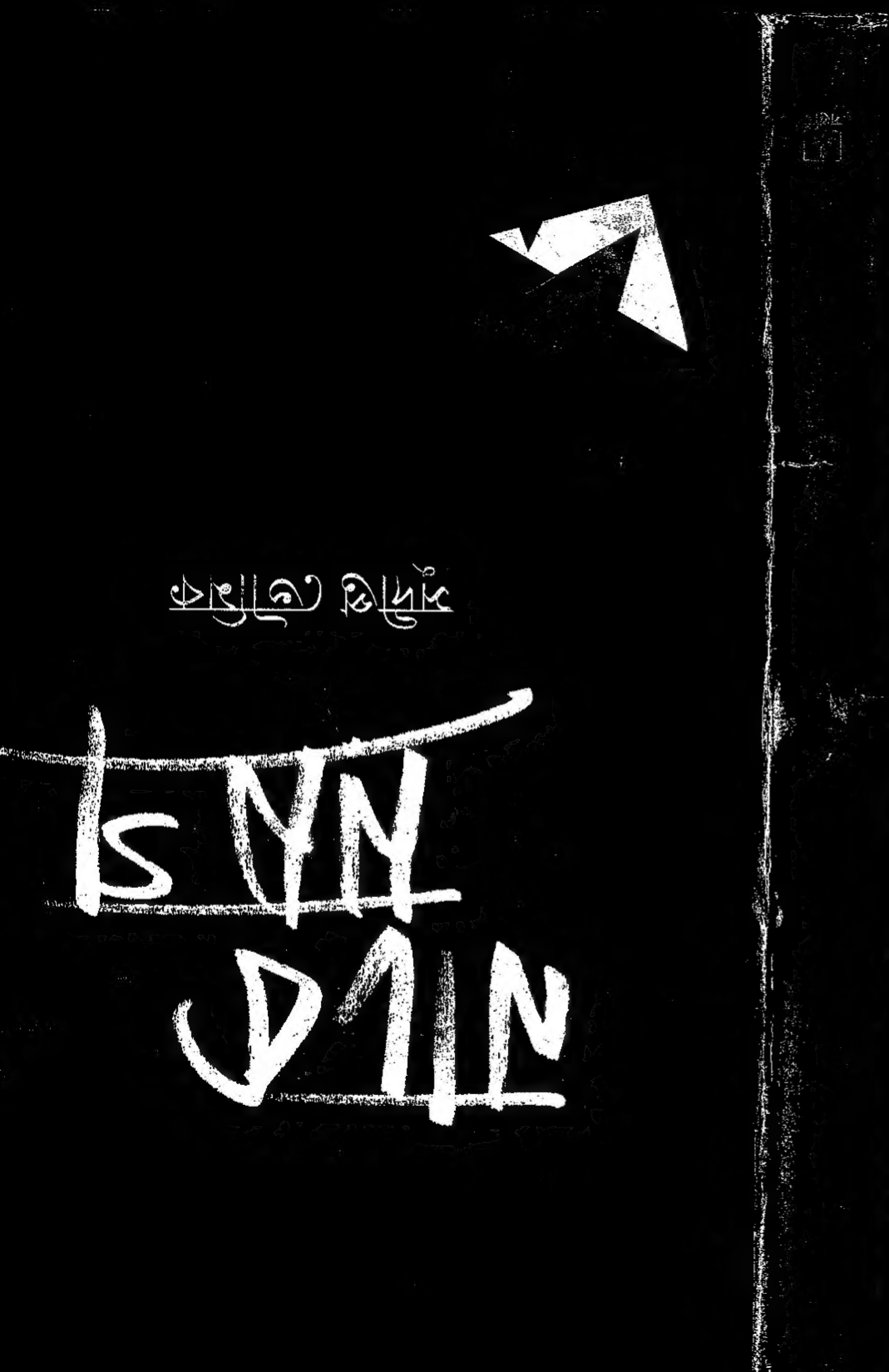


দুর্ঘটনা

রচনাকাল : ২০০৫

প্রথম অভিনয় : ফেব্রুয়ারি ২৬, ২০০৬, পিস্কাটাওয়ে, নিউজার্সি; প্রযোজনা : এথনোমিডিয়া সেন্টার ফর থিয়েটার আর্টস (ECTA)

অভিনয়

বিশ্বদীপ : ইন্দ্রনীল মুখার্জি
লোকটি : সুদীপ্ত ভৌমিক

নির্দেশনা : সুদীপ্ত ভৌমিক

[কোনো এক Inter state Highway-র ধারে একটা ছোট rest area গোছের জায়গা। কয়েকটা বেঞ্চি পাতা মাত্র। গভীর রাত, প্রায় আড়াইটে হবে। Highway দিয়ে গাড়ির আওয়াজ শোনা যায়। মাঝে মাঝে মাটি কাঁপিয়ে চলে যায় বড় বড় ট্রাক। মঞ্চে আলো আসলে দেখা যায় মঞ্চের মাঝে একটি বেঞ্চে বিশ্বদীপ দুই হাতের মধ্যেমাথা গুঁজে বসে রয়েছে। ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, দেহটা মাঝে মাঝে সামান্য কেঁপে উঠছে। এক ভদ্রলোক প্রবেশ করেন, গায়ে ওভারকোট বা জোব্বা ধরনের কিছু একটা পরা, মাথায় টুপি, চোখে কালো চশমা। ভদ্রলোকের হাতে কফির কাপ। ভদ্রলোক এসে বিশ্বদীপের পাশে দাঁড়ান, এক মুহূর্ত দেখেন। বিশ্বদীপ হঠাৎ চোখ তুলে তাকায়।]

বিশ্বদীপ। ওঃ, দুঃখিত। বসুন। [বিশ্বদীপ সরে বসে। লোকটি ধন্যবাদ-সূচক ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে পাশে বসেন।]

বিশ্বদীপ। আপনি বাঙালি? [লোকটির আচরণে হ্যাঁ বা না কিছুই স্পষ্ট করে বোঝা যায় না। তবু যেন মনে হয় উনি হয়তো ইতিবাচক ইঙ্গিতই করলেন।]

বিশ্বদীপ। কি আশ্চর্য! সাধারণত এরকম কখনই হয় না। কেন যে আপনাকে দেখে আমার মুখ দিয়ে বাংলা বেরিয়ে গেল আমি নিজেও জানিনা। আর তার থেকেও আশ্চর্যের—আপনি বাংলা বুঝতে পারেন! আমেরিকায় এরকম একটা ঘটনা ঘটে যাওয়াটা অদ্ভুত নয়?] লোকটি কোনো উত্তর দেন না। নিঃশব্দে কফি পান করতে থাকেন।]

বিশ্বদীপ। অবশ্য আজকাল এ অঞ্চলে এত ভারতীয়, মানে দক্ষিণ এশীয় লোকের বসতি, যে এরকম ঘটনা বোধহয় খুব একটা আশ্চর্যের নয়, তাই না? [ভদ্রলোক নিস্তব্ধ]

বিশ্বদীপ। আচ্ছা রাত কটা হল বলুন তো? আমার আবার ঘড়ি পরা অভ্যেস নেই।

আজকাল cell phone। গুলোতেই সময় জানা যায়, ঘড়ির প্রয়োজন হয় না তেমন। cell phone টাই গাড়িতে। বাড়িতে একটা phone করা বিশেষ প্রয়োজন ছিল।

[লোকটি নিশ্চুপ। বিশ্বদীপ লোকটির কফির দিকে লোভী দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে।]

বিশ্বদীপ। কফিটা কোথায় পেলেন বলুন তো? এখানে তো আশেপাশে কোনো কফির দোকান আছে বলে মনে হয় না। এমনকি একটা vending machine ও নেই। কফিটার এখন বেশ প্রয়োজন ছিল। Accident-এর পর থেকে, হাত পাগুলো খালি কেঁপেই চলেছে। [লোকটি যেন এবার একটু নড়ে বসলেন।]

বিশ্বদীপ। ও, আপনাকে বোধহয় বলা হয়নি,আসলে একটু আগেই আমার গাড়ির একটা বাজে accident হয়েছে। গাড়িটা বোধহয় total হয়ে যাবে। ঐ যে দেখুন হাইওয়ের ধারে উলটে পড়ে আছে। শালা ট্রাকটা ধাক্কা মেরে উধাও। ঐ এতক্ষণে একটা পুলিশের গাড়ি এসেছে। বাব্বাঃ, পুলিশ আসার আগেই আমি পালিয়ে এসেছি এখানে। [লোকটি যেন জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে একবার তাকান ওর দিকে।]

বিশ্বদীপ। পাগল হয়েছেন? পুলিশে ছুঁলে আঠারো ঘা! ওদের ধারে কাছে আমি নেই। [থেমে] আমি জানি আপনি অবাক হচ্ছেন, ভাবছেন লোকটা গুন্ডা বদমাশ না টেরোরিস্ট? না মশাই সে সব কিছুই নয়, আসলে পুলিশের ব্যাপারে আমার অভিজ্ঞতা তেমন সুখের নয়। শুনুন না, প্রথম প্রথম এদেশে এসেছি। দেশে তো গাড়ি চালাতে জানতাম না, এখানে এসে তো মাথায় হাত। এরকম একটা সভ্য দেশে যে বাস ট্রাম নেই কে জানে? ওফ কি হুজ্জত, কি হুজ্জত। প্রথমে গাড়ি চালানো শিখতে হল, সে এক বিশাল কাহিনি। তারপর গাড়ি কেনা। তাও কি কম ঝামেলা? শেষে আমার এক office colleague -এর girl friend-এর বছর দশেকের পুরোনো ঝরঝরে গাড়িটা আমাকে গছাল। সে যাই হোক— সেদিন হল কি, office-এই যাচ্ছিলাম— মন মেজাজ ভালো ছিল না, মনটা কেবল দেশ দেশ করছিল। হঠাৎ একটা traffic light -এ cross করতে গিয়ে দুম করে একটা গাড়িতে মেরে বসলাম। না, তেমন জোরে নয়। অবশ্য গাড়িটা চালাচ্ছিল একটা মেয়ে, সাদা মেয়ে, বেশ সুন্দরী। এ হয় না, এক ধরনের সুন্দরী, যাদের দেখলে মনে হয় শোকেসে সাজিয়ে রাখাই ভালো- — সেই রকম। মেয়েটি বেরিয়ে এসে আমাকে যাচ্ছেতাই গালাগালি দিতে লাগল। বোধহয় গালাগালিই, কি সব বলছিল। আসলে কিছুই মাথায় ঢুকছিল না। আমি তখন গাড়ি থেকে বেরিয়ে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছি। সামনেটা একেবারে তুবড়ে গিয়েছে। ধোঁয়া-টোয়া বেরচ্ছে। রেডিয়েটার ফেটে জল-টলও বেরচ্ছিল বোধহয়। আমার তখন চিন্তা আমি এখন office যাব কেমন করে? দেশ হলে এতক্ষণে একটা বড় ভিড় জমে যেত; অথচ কি আশ্চর্য দেখুন, এখানে একটা লোকও এল না! অন্য গাড়িগুলো পাশ দিয়ে নির্বিকার চলে যেতে থাকল—যেন কিছুই হয়নি।

একটু বাদেই আলো-টালো জ্বালিয়ে একটা পুলিশের গাড়ি এসে হাজির। তার পেছন পেছন আরো একটা। তারপর শুরু হল জিজ্ঞাসাবাদ। কি হয়েছিল? কি ভাবে হয়েছিল? আরে মশাই আমার তখন মাথায় কিছু কাজ করছে না। মনে দুশ্চিন্তা যে কি করে কালoffice যাব, কার পায়ে ধরে সাধব, আমাকে রোজ দুবেলা রাইড দে ভাই। আমি তখন সে সব প্রশ্নের যে কি জবাব দিয়েছিলাম আমার স্পষ্ট মনে নেই, তবে বলেছিলাম যে, দেখুন officer আমার কোনো দোষ নেই, ঐ মহিলা আচমকা যদি আমার সামনে এসে পড়েন তাহলে আমি কি করতে পারি? আমায় জিজ্ঞাসা করল, তোমার দিকে traffic light সবুজ ছিল? আমি বললাম আলবাত। নাহলে আমি এগোব কেন? তবে মনে হল না আমার কথা বিশ্বাস করল বলে। তারপর সবচেয়ে ঝামেলা হল যখন ওরা আমার insurance, registration আর license দেখতে চাইল। আরে মশাই, আমি চিরকাল জানি দরকারি কাগজপত্র, বিশেষ করে ইন্সুরেন্স রেজিস্ট্রেশন ইত্যাদি, সব ভালো জায়গায় রাখতে হয়। সেই জন্য আমি সব কাগজপত্র, আমার পাসপোর্ট, সার্টিফিকেট সব একসাথে সেফ ডিপোজিট বক্সে রেখে দিয়েছিলাম। তো সেই অফিসার কিছুতেই মানতে চায় না। আমি অনেক বোঝাতে চেষ্টা করলাম, আমি কালই তোমাদের পুলিশ স্টেশনে সব দেখাতে নিয়ে যাব, কিন্তু কে কার কথা শোনে। আমাকে বোঝাল, সব কাগজপত্র আমার সাথে গাড়িতেই নাকি রাখা উচিত। বলে একটা লম্বা টিকিট ধরিয়ে দিল। আমাকে শাসাল—ওরা নাকি অ্যারেস্ট করতে পারত, কিন্তু করল না, দয়া করে ছেড়ে দিল। ইতিমধ্যে বুঝলেন, সাইরেন বাজিয়ে চিকমিক চিকমিক আলো-টালো জ্বালিয়ে এক অ্যামবুলেন্স এসে উপস্থিত। আর কি আশ্চর্য মশাই, সেই সুন্দরী মহিলা, যে নাকি একটু আগে গলা ডাকিয়ে এত গালাগালি করছিল, সে তার ঘাড়টা চেপে ধরে গোঙাতে গোঙাতে শুয়ে পড়ল স্ট্রেচারে। অভিনয় মশাই, স্রেফ অভিনয়। তখন কি অত বুঝতাম,এসব ঢং কেবল মামলা করে কিছু টাকা আদায় করার জন্য? যাই হোক, মন মেজাজ বেজায় খিঁচড়ে গেল। পুলিশ টিকিটে লিখেছে, আমি নাকি ট্রাফিক লাইট লাল থাকাকালীন পার হচ্ছিলাম। সম্পূর্ণ বাজে কথা। (একটু থেমে) অবশ্য জানেন, এখন আর ঠিক মনে পড়ে না। সত্যি কি তখন সবুজ ছিল? না লাল? আমি কি সংকেত বুঝতে পারিনি?... কোনো দিনই কি পেরেছি? ইতিমধ্যে বুঝলেন, হলুদ বাতি জ্বালিয়ে একটা ট্রাক এসে হাজির। আমার গাড়ি ঝুলিয়ে নিয়ে রওনা দেয় আর কি। আমি তো প্রথমে হতবাক। এরা করে কি? তবে ড্রাইভার ছেলেটা ভালো ছিল, বুঝলেন। আমাকে বোঝাল, গাড়িটা তো এখানে ফেলে রাখা যাবে না, ওরা ওটা টো করে নিয়ে যাবে— ওদেরই বডি শপ আছে, সেখানে। সব একেবারে পাকাপোক্ত ব্যবস্থা। আমাকে বলল, আমি যদি চাই ও আমাকে শহরে ছেড়ে দিতে পারে। রাজি হয়ে গেলাম।

কি করব? আমি তখন নিরুপায়। শহরে এক চৌরাস্তার মোড়ে আমাকে ছেড়ে দিয়ে চলে গেল ছেলেটা, আমার গাড়িটা পেছনে ঝুলিয়ে। হাতে ওর দেওয়া বডি শপের কার্ডটা নিয়ে আমি ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলাম। বিশ্বাস করুন, আমার তখন প্রায় চোখ ফেটে জল আসছে। এরকম অপমান,এরকম বেইজ্জত জীবনে হইনি। শালা এই করতে এদেশে এসেছি? আজ কলকাতায় থাকলে আমার এই হাল হত? নিজেকে ভীষণ একা, ভীষণ অসহায় লাগছিল।

আমি গুটি গুটি হেঁটে এগোলাম আমার অফিসবাড়ির দিকে। আমাদের অফিসটা ছিল মাল্টিস্টোরিড, প্রায় তিরিশতলা, আমাদের অফিস পঁচিশতলায়। এলিভেটরের দরজার সামনে বোতাম টিপে দাঁড়ালাম। এক ছোকরা সাহেব এসে পাশে দাঁড়াল, হেসে জিজ্ঞাসা করল, 'Hello! How are you doing?'। ও জানতে চাইছে আমি কেমন আছি! কি বলব আপনাকে, ওর মুখে এই আন্তরিক প্রশ্নটা শুনে আমার ভেতরটা পুরো গলে গেল। চোখে জল এসে যাবার যোগাড়। মনে হল, কোথা থেকে দেবদূতের মতো আমার এক বন্ধু, আমার বহুকালের পুরোনো বন্ধু, আমার কাছে এসে জানতে চাইছে, 'কি রে, কেমন আছিস'? ব্যস, আমি হুড় হুড় করে আমার দুঃখের কাহিনি বলতে লাগলাম। এলিভেটর এল, তাও বলে চলেছি, এলিভেটরে উঠলাম তাও বলে চলেছি— কি ভাবে এদেশে এলাম, কেন এলাম, আজ কি দুর্ভোগ ঘটেছে আমার,আমি পারলে কালই দেশে চলে যাব, আরো কত কি। ভদ্রলোক শুনছিলেন কিনা বুঝতে পারিনি তখন। তারপর তেইশতলায় এলিভেটরটা থামতেই ভদ্রলোক যখন কোনো কথা না বলেই নেমে গেলেন, তখন কেমন খটকা লাগল। তাহলে কি ও কোনো কথাই শোনে নি? তাহলে ও জিজ্ঞাসা করল কেন, "How I am doing?" আশেপাশের লোকজনকেও দেখলাম কেমন নির্বিকার ভাবে এলিভেটরের কড়িকাঠ গুনছে— যদিও এলিভেটরের কড়িকাঠ হয় না। ঐ আর কি। মনটা আবার খারাপ হয়ে গেল। একটু রাগও হল। এতো একরকমের অপমান! শালা কলকাতা হলে দেখে নিতাম। অফিসে ঢুকে কাজে মন বসছিল না একদম। ভাবলাম কাফেটেরিয়াতে গিয়ে একটা গরম কফি নিয়ে মেজাজটাকে একটু ঠান্ডা করি। কাফেটেরিয়াতে কফিটা নিয়ে ক্যাশিয়ারের লাইনে দাঁড়িয়েছি, দেখি সেই লোকটা, কফি আর কিছু খাবার নিয়ে একটা টেবিলে বসেছে। আমি সোজা গিয়ে ওর মুখোমুখি বসলাম। বললাম, 'দেখ ভায়া, তুমি তখন ওভাবে কোনো কথা না বলে চলে গেলে কেন? তোমাকে বিশ্বাস করে, বন্ধু ভেবে এতগুলো কথা বললাম, সে তুমি জানতে চেয়েছিলে বলেই তো, নাকি? তা আমি কেমন আছি, তা যদি তোমার শোনার ধৈর্যই না থাকে, তাহলে পরিষ্কার বললেই পারতে? আমি বক বক করে অরণ্যে রোদন করতাম না।' ব্যাটা ফ্যাল ফ্যাল করে আমার দিকে চেয়ে রইল।

তারপর আমতা আমতা করে বলল, "I am sorry, I didn't mean to offend you" —বলে আবার উঠে চলে গেল। বুঝুন ব্যাপার। ও নাকি আমাকে আহত করতে চায়নি। বুঝিনা মশাই, আটবছর হয়ে গেল এই দেশে আছি, তবু এই দেশটাকে বুঝিনা। [ভদ্রলোক তখনও নিশ্চুপ। কেবল মাঝে মধ্যে কফিতে চুমুক দিতে থাকেন। বিশ্বদীপের যেন সন্দেহ হল, ইনিও কথা শুনছেন কি না।] এই দেখুন, আপনাকেও কেমন আমি আমার কথা শুনিয়ে চলেছি, আপনি তো জানতেও চাননি আমি কেমন আছি। কিছু মনে করবেন না তো? তবে আপনাকে বলা যায় জানেন, আপনি বুঝতে পারবেন। মাতৃভাষায় নিজের মনের কথাটা যত ভালো ভাবে বলা যায়, ইংরেজি ভাষায় তা প্রায় অসম্ভব। আর যে শোনে সেও ভালো বুঝতে পারে, অন্তস্থ করতে পারে। [ভদ্রলোক একটু নড়ে বসলেন, মনে হল যেন বিশ্বদীপের কথায় সায় দিচ্ছেন।] কি জানেন, মনের কথাতো সবাইকে বলা যায় না। নিজের লোককে তা আরো বলা যায় না। কি করে বলব বলুন, আমার নিজের লোক যারা, আমার স্ত্রী, আমার আত্মীয় স্বজন, সবারই আমার উপর কিছু প্রত্যাশা রয়েছে। তাদের কাছে কি নিজের দুর্বলতা প্রকাশ করা যায়। ওরা বিশ্বাস হারিয়ে ফেলবে না? ভাববে না, 'দেখেছ, এই লোকটার উপর ভরসা করে এসেছি এতদিন, যার নিজের উপরই কোনো ভরসা নেই?' ওরা তো বুঝবে না যে গভীর যন্ত্রণা নিয়ে কাটাতে হয় প্রতি মুহূর্ত। আপনি কার্তিক রাজারাম-এর গল্প শুনেছেন? ছেলেটা লস এঞ্জেলেসে সংসার পেতেছিল, সুন্দরী স্ত্রী, ফুটফুটে দুটো ছেলে, বিশাল বাড়ি—একেবারে ভরা সংসার। কিন্তু কি ভূত চাপল মাথায়, পিস্তলের নল চেপে ধরে চেপে দিল ট্রিগার। কিন্তু কেন? শোনা যায় ও নাকি সর্বস্বান্ত হয়ে গিয়েছিল, শেয়ার বাজারের ধসে ওর জীবনের সব সঞ্চয় নাকি কর্পূরের মতো উবে গিয়েছিল। কিন্তু সে কারণে কি কেউ নিজের বাচ্চাদের, নিজের বৌকে খুন করে? করতে পারে? তারপর সান্টা ক্লারার দেবরাজ? সে তো ভালো চাকরি করত ,সবে নতুন বাড়ি কিনেছিল। সেই বাড়ির গৃহপ্রবেশের দিন সন্ধেবেলা ওর মাথায়ও আগুন জ্বলে উঠল, কে যেন ওর কানে কানে ফিস ফিস করে বলে উঠল, শেষ করে দে— শেষ করে দে সব কিছু! আর দেবরাজ পিস্তল বার করে নিজের দুই ছেলে, বৌ— তারপর নিজেকেও শেষ করে দিল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে এতদিনের স্বপ্ন, এতদিনের প্রচেষ্টা—সব শেষ। কিন্তু কেন? কি অভিযোগ ছিল? ভালো জীবন, সুখী জীবনের আশাতেই তো এদেশে এসেছিল সবাই— এসেছিলাম সবাই ! সুখ কি সইল না? নাকি এই সেই 'বিপন্ন বিস্ময়তা' যা ' আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতর খেলা করে, আমাদের ক্লান্ত করে, ক্লান্ত, ক্লান্ত করে'— ওঃ কি যন্ত্রণাময় এই ক্লান্তি, এই যন্ত্রণা! জানেন, সব সময় মনে হয়, যদি কারো সাথে মাত্র কয়েক মুহূর্ত এই যন্ত্রণাটাকে ভাগ করে নেওয়া যেত? এই ভয়,

এই অসহায়তাটাকে বাইরে টেনে এনে ছড়িয়ে দেওয়া যেত? কি আরামই না পেতাম, কয়েক মুহূর্তের আরাম। তাই বুঝলেন, আমার বিশ্বাস সম্পূর্ণ অচেনা অজানা মানুষকেই মনের কথা শোনানো উচিত, ঠিক যেমন আপনি। আপনার তো আমার প্রতি কোনো প্রত্যাশা নেই, আমার কোনো দাবি নেই আপনার কাছে। কেবল আপনিই পারেন নিঃস্বার্থ ভাবে আমার কথা শুনতে। শুনে যদি আপনি আমাকে দুকথা শোনাতে চান, আমি মাথা পেতে শুনব। যদি না শুনে উঠে চলে যান, আমি কিছু মনে করব না। সেই ছোকরা সাহেব আমাকে দারুণ একটা শিক্ষা দিয়ে গেছে। সেদিন আমার একটু খারাপ লেগেছিল বটে, কিন্তু পরে মনে হয়েছিল, ওকে এতগুলো কথা বলতে পেরেছিলাম বলে কত হালকা বোধ করেছিলাম। সেই বিশাল দুশ্চিন্তার ভার অনেকটাই লাঘব করতে সাহায্য করেছিলেন ভদ্রলোক। তা আপনি আমার কথায় কিছু মনে করেননি তো? [ভদ্রলোক মনে হল যেন মাথা নেড়ে না বললেন।] যাক ভরসা পেলাম। কি জানেন, আজকাল মাঝে মাঝেই মনে হয় আমি বোধহয় কথা বলতে, মানে বাংলায় কথা বলতে ভুলে যাচ্ছি। অফিস কাছারিতে তো সর্বক্ষণ ইংরেজি। বাড়িতে বউ-এর সাথে ক'টা কথাই বা হয়? ছেলেটাও সবসময় ইংরেজি বলছে। ঐ মাঝে মধ্যে পার্টিতে গেলে-টেলে একটু-আধটু বাংলা বলা হয়, কিন্তু আলোচনা একটু সিরিয়াস হলেই ইংরেজিতে কথা শুরু হয়ে যায়। মাতৃভাষা ভুলে গিয়ে আমরা এখন নানান রকমের যান্ত্রিক ভাষায় ওস্তাদ হয়ে উঠছি, C++, C#, Java হাঃ হাঃ হাঃ। [নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে ওঠে বিশ্বদীপ। তবে ভদ্রলোক মনে হল কথাটা বিশ্বাস করলেন না।] বিশ্বাস করুন কথাটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট সত্যি। আমাদের বন্ধু-বান্ধবদের পার্টিতে আসুন, সবাই IT প্রফেশনাল। কিছুক্ষণের মধ্যেই আলোচনায়এসব ভাষারই প্রাধান্য লক্ষ্য করবেন। সেই সাথে Microsoft,Oracle,Sybase,databse এই সব। ঘেন্না ধরে গেল মশাই এই IT জীবনের উপর। শালা, তার ওপরে বাজারের যা অবস্থা, চাকরি আজ আছে তো কাল নেই! সবসময় টেনশন, ভয়। সর্বক্ষণ নিজেকে প্রমাণ করার চাপ, আমার থেকে কেউ বেশি জেনে ফেলল না তো? ওঃ কি কুক্ষণেই যে এই IT-র পথে নেমেছিলাম! ওঃ,আপনি IT মানে বোঝেন তো? Information Technology! বাংলায় বলে তথ্য প্রযুক্তি। কখনো ভাবতে পেরেছেন, তথ্যেরও প্রযুক্তি হতে পারে? আমরা একসময় IT মানে বুঝতাম Income Tax.(বিশ্বদীপ কয়েক মুহূর্তের জন্য নিশ্চুপ হয়ে বসে থাকে।)ভাগ্যের কি পরিহাস দেখুন, IT অর্থাৎ Income Tax -এর জন্যই আজ আমায় এই হাল, আমার এই IT-র জীবন। বুঝলেন না তো? [মনে হলো না ভদ্রলোকের কোনো পরিবর্তন হল এই কথা শুনে] আমার বাবা ব্যবসাদার ছিলেন। খুব বড়সড় ব্যবসা নয়, কিন্তু আমাদের পরিবার বেশ স্বচ্ছল ভাবেই চলত আরকি। বাবার এক বন্ধু ছিলেন, জীবেন হালদার, আমরা ডাকতাম

IT কাকু বলে। অবশ্যই আড়ালে। যখন ছোট ছিলাম তখন ভাবতাম IT কাকু নিছকই বাবার বন্ধু, তবে পরে বুঝেছিলাম যে একটা লেনদেনের ব্যাপারও আছে। জীবেন হালদার আমার বাবার IncomeTax। সংক্রান্ত সমস্ত ঝামেলা ম্যানেজ করতেন। ব্যাপারটা বুঝেছিলাম যখন দেখতাম পুজোতে দেওয়ালিতে, পয়লা বৈশাখে ভেট যেত, প্যান্ট পিস, শাড়ি, মিষ্টি এসব। মাঝে মাঝে আমি বাবার সাথে যেতাম এসব ভেট নিয়ে। পরে একাও যেতাম। তবে আমার যাবার অন্য উদ্দেশ্য ছিল বুঝলেন। IT কাকুর মেজোমেয়ে সুদেষ্ণা। অসম্ভব সুন্দরী, দেখলে দম আটকে যেত। হাতে ভেট নিয়ে যখন ফ্ল্যাটের সিঁড়ি দিয়ে উঠতাম তখন মনে মনে তেত্রিশ কোটি দেবতার কাছে প্রার্থনা জানাতাম, ভগবান সুদেষ্ণা যেন ঘরে থাকে, যেন একবারটির জন্য আমার সামনে আসে। আসত, মাঝে মাঝেই আসত। ওফ, কি উত্তেজনা তখন। বুকের ভেতরটা ধড়াস ধড়াস করে লাফাত। যদি একটা কথা বলে? যদি একটিবার মিষ্টি হেসে আমার দিকে তাকায়? তবে সেটা খুব একটা ঘটত না। ভীষণ দাম্ভিক ছিল সেই মেয়ে। অত্যন্ত উন্নাসিক। আমাকে মানুষ বলে গ্রাহ্যই করত না। কিন্তু কি করব বলুন, আমি তখন মরিয়া। প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছি। শেষমেশ দুম করে একটা কাণ্ডই করে বসলাম। সুদেষ্ণাকে একটা প্রেমপত্র লিখে পাঠিয়ে দিলাম। ব্যস, প্রলয় ঘটে গেল। না, চিঠিটা ঠিকঠাক ওর হাতেই পৌঁছেছিল, তবে চিঠিটা সুদেষ্ণা সযত্নে তুলে দিয়েছিল ওর মা বাবার হাতে। ওর বাবা মা আমাকে ডেকে যাচ্ছেতাই বললেন। আমার বাবাকেও ডেকে যা নয় তাই শুনিয়ে দিলেন। তবে সে সব মানতে রাজি ছিলাম, কিন্তু... একদিন সুদেষ্ণা আমাকে ডেকে পাঠাল,ওদের কলেজের সামনে। ঠিক সময়মতো পৌঁছে গিয়েছিলাম। বুক টিপ টিপ করছে, মনে দারুণ আশা। তাহলে হয়তো সুদেষ্ণার আমাকে ভালো লেগেছে, কিন্তু লাজুক মেয়ে বলে কিছু বলেনি,হয়তো নিরুপায় হয়েই ওর বাবা মা-র হাতে আমার চিঠিটা তুলে দিতে হয়েছে,হয়তো ওর বাবা মা-র ব্যবহারে ও অনুতপ্ত, রাতের পর রাত ও হয়তো কেঁদেছে—এই রকম হাজারটা রঙিন স্বপ্ন দেখছিলাম। মনে মনে অনেক ডায়ালগ তৈরি করে নিয়ে গিয়েছিলাম। ঠিক করেছিলাম, ওকে ক্ষমা করে দেব। বলব, তুমি কিছু ভেব না সুদেষ্ণা, আমি কিছু মনে করিনি। প্রেমে এই রকম একটু আধটু ঘটেই থাকে। কিন্তু কি ভীষণ বোকা ছিলাম আমি সত্যি। সুদেষ্ণা যে এভাবে আমাকে ডেকে অপমান করতে পারে আমি ভাবতেও পারিনি। আমাকে বলল, আমি নাকি বামন হয়ে চাঁদ ধরার চেষ্টা করছি। আমার ভবিষ্যতের কোনো ঠিকানা নেই, আমি কি করে ভাবলাম যে সুদেষ্ণার মতো মেয়ের সান্নিধ্য পেতে পারি? বলেছিল ওর বয়ফ্রেন্ডের কথা। ওর নাকি দারুণ সম্ভাবনা— দুদিন বাদেই আমেরিকা চলে যাবে। তারপর বিয়ে করে সুদেষ্ণাও চলে যাবে সেখানে। জীবনে এরকম অপমানিত হইনি

কখনও। আমার মাথা, কান ঝাঁ ঝাঁ করছিল। সেইদিন ঠিক করেছিলাম, আমাকে আমেরিকা যেতেই হবে। আমি সুদেষ্ণাকে দেখিয়ে দেব আমিও পারি। আমি সুদেষ্ণাকে ছাড়ব না, পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে ওকে ধাওয়া করব! আমার ম্যাথামেটিকস্-এ এম. এস. সি ছিল, এম. সি. এ তে ভরতি হয়ে গেলাম! ছাত্র তো খারাপ ছিলাম না, ফলে আইটি ইন্ডাস্ট্রিতে চাকরি জোগাড় করা খুব একটা কঠিন হল না। সুতরাং আমেরিকা এসে পৌঁছতেও আর কোনো বাধাই রইল না। তখন তো এদেশে আই টি-র রমরমে বাজার! [থেমে] কিন্তু আশ্চর্যের কথা কি জানেন, য়ার জন্য এদেশে আসা, সেই সুদেষ্ণার সাথে কিন্তু আজও দেখা হল না। শুনেছি আটলান্টা না কোথায় যেন আছে। আমিও চেষ্টা করিনি বুঝলেন। কি হবে? এদেশে আসার এক বছরের মধ্যে আমারও বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। হ্যাঁ, বিয়ে হয়েছিল! আমার এন, আই, আই, টি ক্লাসে এক সহপাঠী দাদা ছিল। পোড়খাওয়া লোক। অসংখ্য বার প্রেমে ব্যর্থ হয়ে হয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছে! সে একটা কথা বলত, 'জানিস বিশ্বদীপ, কেউ কেউ বিয়ে করে, আর কারো কারো বিয়ে হয়। আমরা বিয়ে করব না—আমাদের বিয়ে হবে।' কথাটা খুব সত্যি,আমারও বিয়ে হয়েছিল। আমার বাবা মা তাদেরই চেনাশোনার মধ্যে আমার বৌ-কে দেখে রেখেছিলেন। আমিও তখন এদেশে ভীষণ একা। তাই একবছর বাদে দেশে গিয়ে বিয়ে করে এনেছিলাম মালবিকাকে, একেবারে বাধ্য ছেলের মতো। মালবিকাও বেশ সুন্দরী, ভীষণ স্মার্ট, চৌখশ মেয়ে বলতে পারেন। ফলে মালবিকাকেও ভালোবাসতে আমার কোনো অসুবিধে হয়নি। বিয়ের পর প্রথম কয়েকটা বছর দারুণ উপভোগ করেছি দুজনে— প্রায় সারা দেশ ড্রাইভ করে বেড়িয়েছি, বরফে স্কি করেছি, থিম পার্কে গিয়ে বিশাল বড় বড় রোলার কোস্টার চড়েছি, ট্রেকিং ক্যাম্পিং করেছি, আরো কত কি। অবশ্য বিল্টু জন্মাবার পর থেকে এসব একটু কমেছে। বিল্টু, আমার ছোট্ট সোনা বিল্টু। ছেলেটা আমার ভীষণ ন্যাওটা জানেন। আমি বাড়িতে থাকলেই সব সময় আমার কাছে কাছে ঘুরঘুর করবে। আর কত প্রশ্ন— ড্যাডি এটা কি, ড্যাডি ওটা কি? আসলে বেশিক্ষণ পায় না তো আমাকে। সপ্তাহের বেশির ভাগ দিন যখন বাড়ি থেকে বের হই, ও ঘুমিয়ে থাকে। যখন বাড়ি ফিরি,ও ঘুমিয়ে পড়ে। বাড়ি থেকে আমার অফিস পাকা একশো দশ মাইল— আড়াই ঘণ্টার মিনিমাম ডোর টু ডোর। আর ট্রাফিক থাকলে তো কথাই নেই। মাঝে মাঝে কাজের চাপ পড়লে তো বাড়ি ফেরাই হয় না, ওখানেই কোনো মোটেলে থেকে যাই। শালা কি জীবন দেখেছেন? এর আগের চাকরিটা বাড়ির কাছেই ছিল—মিনিট চল্লিশের মধ্যেই পৌঁছে যেতাম। কিন্তু হঠাৎ দুম করে একদিন লে অফ হয়ে গেলাম। আচমকা! ব্যস,পাক্কা দুই মাস হন্যে হয়ে গরু খোঁজার মতো খুঁজে এই চাকরিটা জোটালাম। একশো দশ মাইল দূরে। কি করব খেতে তো হবে। মালবিকাকে

বলেছিলাম, চলো আমরা এই বাড়ি বিক্রি করে অফিসের কাছাকাছি মুভ করে যাই। মালবিকা রাজি হল না, ও নাকি নতুন জায়গায় মানিয়ে নিতে পারবে না। ঠিক আছে, আমি মেনে নিয়েছিলাম। দেশে তো কত লোকই ডেলি প্যাসেঞ্জারি করে, তাই না? তাদেরও তো এরকম সময়ই লাগে। ঐ উইক এন্ড আর ছুটিছাটার দিন-গুলোতেই পুষিয়ে নিচ্ছিলাম— বিল্টুকে নিয়ে শনি রবিবার সকার বেসবল খেলা, কখনো আইসক্রিম খেতে যাওয়া, কখনো চিড়িয়াখানা, কখনো অ্যাকোরিয়াম, কখনো সুইমিং—একথায় বলতে পারেন আমরা বাপ বেটায় মিলে দারুণ জমিয়ে সময় কাটাতাম। সুতরাং মোটের ওপর আমার সংসার বেশ ভালোই চলছিল। [লোকটি যেন একটু নড়ে বসলেন] ভাবছেন চলছিল বলছি কেন? কারণ সংসারটা আর চলবেনা বলে। বোঝা গেল না, না? কি করে বুঝবেন বলুন,আমিও যে ভালো করে বুঝিনি। আসলে সংসারকে বুঝতে গেলে সংসারের লোকগুলোকে বুঝতে হবে। মালবিকাকে আমি হয়তো ভালোবেসেছিলাম, কিন্তু ওকে বোধহয় বুঝতে পারিনি কোনোদিন। আমি ভেবেছিলাম আমি বোধহয় ওকে জানি, ওকে বুঝতে পারি। কিন্তু প্রায় বছর দেড়েক হল আমার সেই ধারণাটা ভাঙতে শুরু করেছিল। লক্ষ্য করছিলাম মালবিকা যেন কেমন পালটে যাচ্ছে। নানান ছোটোখাটো অজুহাতে ঝগড়া বাঁধছে। ঘরের প্রতি মন নেই, কাজ থেকে ফেরে দেরি করে। আর আমাকে একদম সহ্যই করতে পারে না। প্রথম প্রথম ভেবেছিলাম যে এটা হয়তো সাময়িক। বিল্টু বড় হচ্ছে, ওকে নিয়েও অনেক কাজ, তাছাড়া ওর কাজের জায়গাতেও হয়তো স্ট্রেস রয়েছে। গত শীতে দেশে যাব ঠিক করেছিলাম, মালবিকা বেঁকে বসল, ও যাবেনা, নানান কারণ দেখাল; কিন্তু আসল কারণ হল ও আমার সঙ্গে যাবে না। আমি জানি না, একজন মানুষ আরেকজন মানুষের প্রতি এতটা বিদ্বেষ পোষণ করতে পারে কি করে? ভয় হত যে বিয়েটা টিকলে হয়, আশেপাশের কত জনের বিয়ে ভেঙে যেতে দেখছি। তারপর আজকের এই ফোন কল। [বিশ্বদীপ একমুহূর্ত চুপ করে। লোকটি মনে হল উদ্‌গ্রীব হয়ে আছেন বাকি কথা শোনার জন্য।] এই একটু আগেই মালবিকা ফোন করেছিল আমায়, আমার সেলফোনে। আমি তখন গাড়ি ড্রাইভ করছিলাম, অফিস থেকে বেরোতে দেরি হয়ে গেছে। বিল্টুর জন্য ভীষণ মন কেমন করছিল—আমি বেশ জোরেই চালাচ্ছিলাম—প্রায় আশি নব্বইতে চলছিল আমার গাড়ি। মালবিকা ফোনে বলল ও আর আমার সঙ্গে থাকতে চায় না। বিল্টুকে নিয়ে ও আজই বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছে। আমি তখন ফোনে প্রায় চিৎকার করছি, 'মালবিকা শোনো, মাথা ঠান্ডা করে ভাবো, আমি বলছি সব ঠিক হয়ে যাবে, একবার বিল্টুর কথা ভেবে দেখ।' মালবিকা বলল ওর সব ভাবা হয়ে গিয়েছে, বিল্টু সামলে নিতে পারবে, এদেশে কত বাচ্চাইতো সামলে নিচ্ছে। আর তারপর ছাড়ল বম্বশেলটা—ও আকাশের

কাছে চলে যাচ্ছে! আজ অনেকদিন হল ওদের অ্যাফেয়ার চলছিল, মালবিকার আর লুকোচুরি খেলতে ইচ্ছে করছে না। শুনলেন কথাটা, লুকোচুরি খেলতে আর ইচ্ছে করছে না! আর কার সাথে অ্যাফেয়ার? আকাশের সাথে—যাকে আমি আমার ভাইয়ের মতো ভালবাসতাম, স্নেহ করতাম, যে আকাশকে, ও এদেশে আসার পর, আমার বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছিলাম। মাঝে ওর চাকরি চলে যাওয়ার পর চাকরি জোগাড় করে দিয়েছিলাম। সেই আকাশের সাথে লুকিয়ে লুকিয়ে এতদিন প্রেম করছিল আমার মালবিকা। আমার মাথায় তখন আগুন জ্বলছিল, হাত পা কেমন অবশ হয়ে যাচ্ছিল, আর ঠিক তখনই ট্রাকটা আমার বাঁ দিকে মারল। বোধহয় আমি লেন থেকে সরে গিয়েছিলাম, খেয়াল নেই আমার। গাড়িটা বার কয়েক উলটে রাস্তার ধারে ঐ পাথরটার গায়ে গিয়ে আটকে গেল। ভাগ্যিস পাথরটা ছিল, তা না হলে যে কি হত। [থেমে] আমাকে একটা কথা বলুন তো, মালবিকা কেন আকাশকে ভালোবাসল? আকাশের বয়স কম বলে, নাকি আকাশকে আমার চেয়ে ভালো দেখতে বলে? নাকি ওর আকাশ নামটার জন্য? আমি ওকে কি দিতে পারিনি যা আকাশ ওকে দিতে পারে? কি কথাটা আমাকে জানতেই হবে। শালা ঐ ট্রাকটার জন্য কথাটা জানা হল না। আচ্ছা, আমার এখন কি করা উচিত? কি করব আমি? আচ্ছা, ঐ কার্তিক, রাজারাম, দেবরাজ— ওদের মতো আমিও যদি একটা রিভলবার যোগাড় করি? তারপর, খুব শান্ত ভাবে যেন কিছুই হয়নি— এইভাবে, আকাশের অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকি? দরজায় বেল বাজাব—টিং টং—আকাশ এসে দরজা খুলে দেবে—আমি হাসিমুখে ভেতরে ঢুকব দেখব মালবিকা একটু দূরে, বেডরুমের দরজাটার সামনে অবাক বিস্ময়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমি পকেট থেকে রিভলবারটা একটানে বার করে আনব, সোজা তুলে ধরব মালবিকার শূন্য সিঁথি লক্ষ করে, ট্রিগারটায় চাপ দেব। আর ঠিক তখনই হঠাৎ কোথা থেকে ভেসে আসবে- ড্যা-ডি -ই-ই— বিল্টু ছুটে বেরিয়ে আসবে আমার দিকে দু হাত বাড়িয়ে, আর আর তখনই তখনই— না না, এসব আমি কি বলছি। আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। আমরা আধুনিক শিক্ষিত ভদ্র মানুষ! গোলা গুলি? ছি ছি— এভাবে কি সমস্যার সমাধান হবে, বলুন? মালবিকাকে বোঝাতে হবে বুঝলেন, ও বুদ্ধিমতী মেয়ে ঠিক বুঝবে, এভাবে সংসারটা ভেঙে ফেলার কোনো অধিকার নেই ওর, এভাবে বিল্টুর ভবিষ্যৎ নষ্ট করার কোনো অধিকার নেই ওর। কখনই না। এখুনি একবার ওর সাথে কথা বলা প্রয়োজন বুঝলেন! যাই, গাড়ি থেকে ফোনটা উদ্ধার করে নিয়ে আসি, এরপর টো-ট্রাক এসে গাড়িটা নিয়ে গেলে আর পাত্তাই পাওয়া যাবে না। আপনাকে অনেকক্ষণ ধরে বোর করলাম, তাই না? কিছু মনে করবেন না। আপনাকে কথাগুলো বলে অনেক হালকা বোধ করছি। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

[বিশ্বদীপ উঠে দাঁড়ায়, লোকটিও উঠে দাঁড়ায়] না না, আপনাকে আসতে হবে না, আপনি বসুন, আমি এখুনি আসছি।

লোকটি । বিশ্বদীপ চলো, আমাদের সময় হয়েছে।

বিশ্বদীপ। তার মানে? কিসের সময় হয়েছে? কোথায় যাব? আর আপনি আমার নাম জানলেন কি করে? আপনাকে কি আমার নাম বলেছি? [লোকটি পকেট থেকে একটা হ্যান্ডকাফ বার করে একটা দিক পরিয়ে দেয় বিশ্বদীপের হাতে]

বিশ্বদীপ । একি, একি করছেন? হাতকড়া পরাচ্ছেন কেন? আমি কি করেছি? ট্রাকটাই তো আমাকে মারল? আপনি আমাকে ধরছেন কেন? আপনি কি পুলিশ? [লোকটি মাথা নেড়ে না বলে। তারপর আঙুল তুলে দেখায় অ্যাক্সিডেন্টের জায়গাটা]

লোকটি। ঐ যে পুলিশ।

বিশ্বদীপ । একি, পুলিশ গাড়ি থেকে কাকে বার করছে? ঐ রক্তাক্ত শরীরটা কার? ওর পায়ে তো আমার জুতো, ঐ প্যান্টটাও তো আমার, কিন্তু মুখটা তো বোঝা যাচ্ছে না, রক্তে মাখামাখি হয়ে আছে। ও কে? ওটা কি আমি? ওটা কি আমার দেহ? একি, ওর চাদর দিয়ে ঢেকে দিচ্ছে কেন দেহটা? তাহলে? আমি কি, তাহলে আমি কি ?

[লোকটি মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়।]

লোকটি । চলো, সময় হয়েছে।

বিশ্বদীপ । কেন বার বার বলছেন একথা? কোথায় যাব? কেন যাব? আমাকে যে বাড়ি ফিরতে হবে। মালবিকা না হোক, বিল্টু তো আমার জন্য অপেক্ষা করছে। বিল্টুর কাছে তো আমায় যেতেই হবে, ওকে ছাড়া আমি থাকব কেমন করে? [লোকটি বিশ্বদীপকে একটু একটু করে টানতে থাকে]

বিশ্বদীপ । একি আমাকে টানছেন কেন? কোথায় নিয়ে চলেছেন আমাকে? আমি এখন যেতে পারব না, আমাকে একটা ফোন করতে হবে। মালবিকাকে বোঝালে হয়তো ও বুঝবে, আমি যে এখনও ওকে ভালোবাসি, মালবিকা কি সেটা বুঝবে না? ওকি সত্যি আমাকে ছেড়ে চলে যাবে? আমাকে একটা সুযোগ দিন, প্লিজ, একটা সুযোগ, আমি কথা দিচ্ছি মালবিকা—তোমার সব দুঃখ আমি দূর করে দেব, আমাকে এখন নিয়ে যাবেন না। বিল্টুকে বড় করতে হবে, আমাকে ছাড়া ওর চলবে কেমন করে? আমাকে ছেড়ে দিন, দোহাই আপনার, আমাকে বাঁচতে দিন, আমাকে বাঁচতে দিন।

[লোকটি বিশ্বদীপকে ধীরে ধীরে টেনে নিয়ে চলে যায়। আলো নিভে আসে।]